চেয়ে চলে যাই হেসে বলে যাই

দিলরুবা শাহানা

চারপাশে অবিরত ঘটনা সব ঘটে যত। প্রতিক্রিয়া প্রকাশও হয় কত কত। তারই কিছু আজ জায়গা নিয়েছে এখানে।

চাই শুধু যুদ্ধটা....

মাইকেল পেডেরসন যুদ্ধের ময়দান কারবালা থেকে লিখেছিল
'মাগো,
আমি সত্যিই আশা করি মা, তারা যেন আবার ঐ আহাম্মক গা.. (বুশ)টাকে নির্বাচিত না করে।'
এই চিঠি মাইকেলের মা লাইলার হাতে অনেক দেরীতে পৌঁছায়। দেরীতে পৌছানো অস্বাভাবিক কিছু না। যুদ্ধ জীবনের সহজ গতিই থামিয়ে দেয় আর চিঠিতো তুচ্ছ। তবে এই চিঠি অন্য রকম। দেরীতে পৌঁছালতো পৌঁছাল তারমাঝে মায়ের প্রতিক্রিয়া জানার সময় মাইকেল পেলনা। চিঠি পৌঁছানোর এক সপ্তাহ পরই কারবালার ময়দানে মাইকেল ঐ আহাম্মক গা...র বাঁধানো অন্যায় যুদ্ধে নিহত হয়। এই অন্যায় যুদ্ধে মানবিকতার চরম নির্যাতন ও ধ্বংস দেখে 'বেহেস্তে লুটিয়ে আলি ও মা ফাতেমা' কাঁদছেন কি না জানার উপায় নেই। তবে কাঁদছে বিশ্বের বিবেক।
আজ আম্মা বেঁচে থাকলে তাঁর ঝাপসা হয়ে আসা স্মৃতি হাতড়ে বলতেন, -কোন মাইকেলের কথা বলছো, মালেকা যে লিখেছিল মাইকেলের মায়ের কথা সে মাইকেল নাতো?
আম্মার মনে দাগ কেটেছিল মালেকা বেগমের(গবেষক ও মহিলা পরিষদের প্রাক্তন সাধারন সম্পাদিকা) লেখার মাইকেলের মা, সে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ঐ লেখা আমি পড়িনি তবে মায়ের কাছে এর গল্প শুনেছি। একবার নয় প্রসঙ্গ এলেই বলতেন আর অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ আগুন হয়ে ঝরতো।
আজকে আমার মা নেই, কিন্তু অন্য মায়েরা রয়েছেনতো। তারা আজ ঘৃনা ঢালুন যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শোক করুন, প্রার্থনা করুন অন্যায় যুদ্ধে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন ও দিচ্ছেন তাঁদের জন্য।
মধ্য এশিয়ার লেখক চেঙ্গিস আইৎমাথতভ লিখেছিলেন 'মায়েরা সন্তানের জন্ম দেয় পৃথিবীর রূপরস আস্বাদন করে শান্তিতে বেচেঁ থাকার জন্য, যুদ্ধে নিহত হওয়ার জন্য নয়।' এই লেখাতে কি পৃথিবীর সব মায়ের আকুতি ফুটে উঠেনি?
এখন বলছি কিভাবে মাইকেল পেডেরসনের কথা সবাই জানলো? মাইকেল মুরের পুরষ্কার পাওয়া ডকুমেন্টারী 'ফারেনহিট ৯/১১' এ আছে ওর কথা। ওর মা লাইলা যুদ্ধবিরোধীদের পছন্দ করতোনা। তবে তার ছেলের মৃত্যুর মাঝ দিয়ে এক বিরাট পর্দা তার সামনে থেকে সরে গেছে।

এই ডকুমেন্টারীতে দেখা যায় সেপ্টেম্বরের সেই ভয়ংকর সময়ে কিভাবে বুশ প্রশাসন জনতার রুদ্ররোষ থেকে বাঁচানোর জন্য অত্যন্ত যত্নে বিন লাডেনের ২৩জন আত্মীয়কে আমেরিকার বাইরে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠায়। বুশ-বিন লাডেনের গোপন স্বার্থের ইঙ্গিত এ থেকে আঁচ করা যায়।

'ফারেনহিট ৯/১১' দেখে ফিরছিলাম আমার দুই সন্তান অনেক রাগ, অজস্র ঘৃনা ঢালছিল। ওদের যে কথা আমার মনে দাগ কাটলো তা হল

- যারা বলে বাংলাদেশ করাপ্টেড তাদের দেখা উচিত বুশ, ব্যান্ডার (নাকি বান্দর!সে সময়ে আমেরিকাতে সৌদী রাষ্ট্রদূত) আর বিন লাডেন কতটা জঘন্য। কতটা করাপ্টেড।

*'প্রথম আলো'তে প্রকাশিত।

মারিয়ার মা

মারিয়া শ্রিভারকে কেউ কেউ হয়তো চেনেন কারন সে পুরুষ্কার বিজয়ী ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট। তার আরও একটি পরিচয় সে কেনেডীদের ভাগনী এবং টার্মিনেটর ২ খ্যাত আরনল্ড সোয়াজস্নেকারের বউ। আজকাল পত্রপত্রিকায় তাকে কখনো কখনো গভর্নর আর্নির বউ বলে উল্লেখ করা হয়। আরনল্ড ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর নির্বচিত হয়ে আমেরিকার রাজনৈতিক রাজন্য কেনেডী পরিবারের পথে পা রেখেছে। তবে আজকের কথকতা মারিয়াকে নিয়ে নয় তা শিরোনাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

মারিয়া মাকে তার সবচেয়ে অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব বলে চিহ্নিত করেছে। মারিয়ার বর্ননাতে যে মাকে পাওয়া যায় তা সত্যিকার অর্থে মুগ্ধকর এক চরিত্র যাঁর কথা জানলে মনের গভীরে উঁনার জন্যে অদ্ভুত এক শ্রদ্ধা জাগে।

যে মায়ের জন্য মারিয়া গভীর ভালবাসা আর শ্রদ্ধা মিশিয়ে হৃদয় উজাড় করছে আজ, একসময়ে সে মাকে বন্ধুবান্ধবরা দেখে ফেললে অপ্রস্তুত হত সে। তার কারন উঁনি ছিলেন অন্য রকম মা। ছোট্টবেলা মা যখন স্কুলে নামাতে আসতেন এমন জায়গায় গাড়ীটা থামাতে বলতো যাতে অন্য বাচ্চারা মাকে দেখতে না পায়। অন্যসব মায়েদের মত তার সাজগোজ বা পোশাকআসাক ছিলনা। মা বলতেন রূপচর্চা নয় বুদ্ধিবৃত্তি বা মগজের চর্চা করতে হবে। চর্চা করলেও রূপ একসময়ে ফ্যাকাশে হয়ে যায় কিন্তু চর্চা করলে মগজ শানিত হয় বুদ্ধি তুখোড় হয়। Brain lasts beauty does not.

মারিয়ার কথায় জানা যায় চল্লিশের কোঠায় পৌছেও যখন সে বিউটি পার্লার থেকে নখের পরিচর্যা করে আসতো তখনও মা দেখে ফেলবে এই ভেবে অস্বস্থি হত তার।

মারিয়াদের বাড়ী বৃহস্পতিবারে খাবার হত একপদের সাধাসিধা একটা কিছু। পাস্তা বা নুডল যা হউক কিছু। সাধারন খাবার খেয়ে পয়সা যা বাঁচানো হত তা মা

একটা কাচের জারে রেখে দিতেন। বছর শেষে ঐ সঞ্চিত পয়সা আফ্রিকার কোন একদেশে বাচ্চাদের জন্য পাঠাতেন।
নিজের বিলাসিতাকে বাদ যদি কাউকে কিছু দেওয়া যায় তার মাহাত্ম বোধহয় আলাদা।
মারিয়ার মা একবার তাদের বাড়ীর ভিতরের দিকে আঙ্গিনায় (Backyard)এ তাবু খাটিয়ে পাড়ার মানসিক প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের জন্য খেলাধূলার আয়োজন করেন। পাড়ার অনেক কিশোরতরুণ ও তার নিজের সন্তানরা স্বেচ্ছাশ্রম দিল ঐ আয়োজনকে সার্থক করতে। পরবর্তীসময়ে প্যারাঅলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের বীজ ছিল ঐ উদ্যোগ। মারিয়ার এক খালা ছিলেন মানসিক প্রতিবন্ধী। নিজের সেই বোনের জন্য ছিল তার অপরিসীম দরদ। সমাজে প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে সহমর্মিতা ও সচেতনতা তৈরী, সুযোগ বৃদ্ধির জন্য আজীবন কাজ করেছেন। বঞ্চিত মানুষ সে যে দেশের হউক, যে জাতের হউক, যে রংয়ের হউক না কেন তার জন্য ছিল তাঁর অসীম সহানুভূতি। নিজের সন্তানদের মাঝেও এইবোধ জাগাতে চেয়েছেন। মারিয়া মায়ের বুনে যাওয়া সে বোধের তাগিদে স্বামীসহ তিনসন্তানকে নিয়ে আফ্রিকা যায় মানুষের কষ্টের চিত্র নিজ চোখে দেখানোর জন্য।
অন্যরকম মা বলেই হয়তো সন্তানের স্মৃতিতে অন্যরকমভাবে বেঁচে আছেন এই নারী।
উৎস: Readers Digestএ পড়া একটি প্রবন্ধের ছায়া অবলম্বনে লিখিত। এটি ‘যায় যায় দিনে’ প্রকাশিত।

নর্মা খৌরী কুখ্যাত সে নারী

নর্মা খৌরী এই মূহূর্তে লাভের আশায় সম্পূর্ন মিথ্যার উপর সাজিয়ে Forbidden Love বইটি লিখে ভালই পয়সা পাচ্ছিলেন। যে মূহূর্তে পৃথিবীতে মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে মারাত্মক মানববিরোধী যুদ্ধঘটিয়েও ঘৃনিত বুশ-ব্লেয়ার ও হাওয়ার্ড গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছে নর্মাও মিথ্যার বেসাতি শুরু করলো সেই পথ ধরে।
তার বইয়ে বর্নিত হয়েছে ডালিয়ার কথা। ডালিয়া নর্মার বান্ধবী। জর্দানে এক মধ্যবিত্ত জনপদে মুসলিম ডালিয়ার সাথে নর্মার বন্ধুত্বের দিন কাটে। ডালিয়াকে তার বাবা ‘ইজ্জত রক্ষার্থে’ খুন করেন কারন নর্মার ভাষ্যমতে ডালিয়ার নাকি একজন খ্রিষ্টান ছেলের সাথে প্রেম হয়েছিল। এবং বইতে লোমশিহ্রে উঠার মত বর্নিত হয়েছে কিভাবে জর্দানে মুসলমানরা ‘ইজ্জত রক্ষার্থে’ নারী হত্যা করে। ধর্ম বরাবরই ব্যবসার জন্য ভাল উপকরণ। আর বর্তমান সময়তো মাশাল্লাহ ইসলাম ও মুসলমান নিয়ে ব্যবসার মোক্ষম সময়। যারা ইসলামের পক্ষে ব্যবসা করছে তাদেরও আল্লার মেহেরবানীতে দিনকাল ভাল যাচ্ছে আর যারা বিপক্ষে তাদেরও ব্যবসায় গনেশ এখনও উলটায়নি। কুখ্যাত নর্মার দূভার্গ্য লুকিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় আশ্রয় নিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি।

তার জর্দানে বসবাস, ডালিয়ার সাথে বন্ধুত্ব পুরো ব্যাপারটাই বানোয়াট। যে সময়ে সে জর্দানে বাস করতো বলে লিখেছে তা ইম্পেরিকেল তথ্য অনুযায়ী মিথ্যা বলে প্রমাণ হয়েছে। নর্মা তিন বছর বয়স থেকে শিকাগোর জনপদে বাস করছে, জর্দান-ডালিয়া তার মাথায় গজিয়েছে, বাস্তবে নয়। মাথায় গজিয়েছে বা কল্পনায় জন্ম নিয়েছে বললে অর্থ আসেনা। পয়সা হাতানোর জন্য ঘটনাটা সত্যি বললেও অতো লাভ হয়না। তাকে লোভনীয় ও সুস্বাদু করার জন্য আচার লাগাতে হবে। সেই আচার হচ্ছে ধর্ম।

এখানে পত্রপত্রিকায় নর্মার কুকীর্তি সম্বন্ধে গতকিছুদিন ধরে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে। পত্রিকা বলছে নর্মার আগের রাষ্ট্রপ্রধান বুশ ও বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান হাওয়ার্ড প্রচুর মিথ্যার বেসাতি করে সুতরাং ও নতুন কিছু করছে কি?

আরেকটি বিষয় অনেকে বলছেন যে অনেক নিয়ম বা রীতিকে ইসলামিক চিহ্নিত করে আক্রমণ করা বা উপহাস করা কিছু কিছু জাতি গোষ্ঠি বা ব্যক্তির নেশা হয়ে দাড়িয়েছে। যেমন 'ইজ্জত রক্ষার্থে হত্যা' বা 'মেয়েদের মুসলমানী' ইত্যাদি। অনুসন্ধান আর গবেষণায় দেখা গেছে এর কোনটাই ইসলামের রীতি নয়। যে ভৌগোলিক পরিসরে ও যে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে এই রীতি চালু আছে বা ছিল তা সেখানকার সব মানুষ চর্চা করতো। যেমন সুদানে সব ধর্মের মেয়েদের মুসলমানীর শিকার হতে হতো। জর্দানে 'ইজ্জত রক্ষায় হত্যা' খ্রিষ্টানরাও করে বলে এক প্রবন্ধে বেরিয়েছে।

যাই হোক সস্তা কথায় অল্প পরিশ্রমে পয়সা রোজগার করার রাস্তাটা ধরে হাটা ধরেছিল নর্মা তবে 'বিবেক বাবু' আর 'শুভবুদ্ধি দেবী' পথ আগলে ধরেছেন। তবে বিবেক আর শুভবুদ্ধি যার জেগেছে সে নর্মার নয় সমাজের। নর্মা এখনও লুকিয়ে আছে কোথাও। ওর মিথ্যার ফুলঝুড়ি 'Foebidden Love' বইয়ের দোকান থেকে তুলে ফেলা হচ্ছে। মজার কান্ড যে এক বই দোকানী বলেছে 'লোকজন কিনছিল, ব্যবসাটাও মন্দ হচ্ছিল না কেন যে তুলে ফেলা হচ্ছে'। এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে 'মিথ্যাগুলো যাকে আমরা সত্য ভাবতে ভালবাসি'।।

আমার মনে হয় ইসলামের নামে যে কোন 'কেচ্ছা' মানুষ শুনতে চায়, ভাল ব্যবসা হয় । কথাটা ঠিক কিনা মহাকাল বলবে।

*'সাপ্তাহিক ২০০০' প্রকাশিত

ধর্মের পণ্য হালাল পর্ক

যাঁরা যুক্তিবুদ্ধি, মেধামননে, স্বশক্তিতে সৎভাবে ধর্মকে বর্জন করেছেন(সাইদুর রহমান, হুমায়ূন আজাদ ও আরও অনেকে) তাদের প্রতি, এবং যাঁরা নিঃস্বার্থ আন্তরিকতায়, অবোধ্য অসহায়ত্বে, গভীর সততায়, নম্রভাবে ধর্মকে গ্রহণ করেছেন(এমন লোকও খুব কম) তাদের প্রতিও শ্রদ্ধা রেখে বলছি বর্তমান সময়ে ধর্ম এক পণ্য।

নিঃস্বার্থ, সৎবিশ্বাসীর জন্য ধর্ম এক শিল্প যার চর্চা করে সে শুদ্ধতম মানুষ হতে চায়, স্বার্থান্বেষী অসতের জন্য ধর্ম এক পন্য যা শুধু মুনাফা লুটার জন্য সে ব্যবহার করে। তাই যে শক্তি একদিকে ধর্মীয় সন্ত্রাসীদের(!) হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর নামে অস্ত্রের চালান দিচ্ছে, আরেকদিকে ঐ একই শক্তি চেচেনদের হাতেও অস্ত্র তুলে

দিচ্ছে ঐ একই ধর্মের নামে সন্ত্রাস চালাতে। ধর্মের পক্ষ নিয়ে অস্ত্রের ব্যবসা চলছে, ধর্মের বিপক্ষে গিয়েও একই অস্ত্রের ব্যবসা চলছে। যাই হোক এই ধাঁধা নিয়ে মাথা ঘামাবেন নিরপেক্ষ জ্ঞানীগুনীরা।

এদেশের এক মাংশেরদোকানী যখন দেখলো কাছাকাছি দুই দোকানে মানুষের ভীড় লেগেই আছে, দারুন ব্যবসা হচ্ছে। ব্যাপারটা জানার জন্য তার খুব কৌতূহল হল। ঘুরেফিরে খোঁজখবর নিল। দেখলো ঐ দোকানে লেখা ঝুলছে 'হালাল চিকেন আর হালাল বিফ'। যারা মোহাম্মদ জাফর ইকবালের বই পড়েন তারা নিশ্চয় জানেন উনি লিখেছিলেন হালাল মাংশ খুব সুস্বাদু হয়। কথাটা একশ' ভাগ সত্যি। আমার অবশ্য কোন হালাল মাংশের দোকান নাই। তবে কয়েকজন বিদেশীবন্ধুকে আমি যে দোকান থেকে মাংশ কিনি সে দোকান চিনিয়ে দেওয়ার পর থেকে তারা হালাল মাংশ ছাড়া আর কোন মাংশ কেনেনা। কারন একটাই, জাফর ইকবালের কথামত তারাও বলে হালাল মাংশের স্বাদ অপূর্ব।

হালালের নামে ব্যবসা ভাল হবে মনে করে সেই দোকানী তার দোকানে টাঙ্গালো নোটিশ 'এখানে হালাল পর্ক(শুয়োরের মাংশ) পাওয়া যায়'। গল্পটি বেশ কিছুদিন লোকজনের মুখে মুখে শুনেছি।